দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষকদের 'গণবদলি' বিপাকে পড়বে শিক্ষার্থীরা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে রহস্যজনক কারণে ঢাকা জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের গণহারে বদলি করা হয়েছে। ২১শে আগস্ট জারি করা এই বদলির আদেশ বদলীকৃত শিক্ষকরা হাতে পেয়েছেন ২৩শে আগস্ট। নির্দেশে তাদের স্ট্যান্ড রিলিজ করে ২৬শে আগস্টের মধ্যে নয়া কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে এবং ২৪শে আগস্ট রিলিজ অর্ডারও জারি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অভিভাবকরা আশংকা প্রকাশ করেছেন, বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই বদলি নগরীর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। প্রায় ১০ জন প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, এ সময়ে এই বদলি স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের বিপাকে ফেলবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়মানুযায়ী এ ধরনের সমন্বয় বদলির ক্ষেত্রে থানা শিক্ষা কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে থানা শিক্ষা অফিসের এই আদেশ জারি করার কথা। কিন্তু সূত্র জানিয়েছে, থানা কমিটির কোন বৈঠক করা তো হয়ইনি, থানা শিক্ষা অফিসার জানতেনও না এই আদেশ জারি হবার আগ পর্যন্ত। সমন্বয় বদলির নীতিতে শিক্ষিকাদের বেলায় নমনীয় নীতি অনুসরণ করার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টি আমলেই আনা হয়নি। অনেক শিক্ষিকা এ বদলির কারণে নানা রকম হয়রানি ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।

কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা অবসরকালীন ছুটিতে থাকার তিন বছরের মধ্যে তাকে বদলি না করার নিয়ম রয়েছে। এই বদলি আদেশে একাধিক শিক্ষক- শিক্ষা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

শিক্ষা ঃ গণবদলি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষিককেও রয়েছেন, যারা শিগ্‌গিরই অবসরকালীন ছুটিতে যাবেন। মাত্র তিন মাস আগে বদলি হয়ে এসেছেন এমন শিক্ষকের বদলি করা হয়েছে। অথচ এই নগরীরই বিভিন্ন স্কুলে ১০/১৫ বছর ধরে একই স্কুলে রয়েছেন, এমন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সরকারিদল ও মন্ত্রী-কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্কিত হবার সুবাদে বদলির তালিকা থেকে তাদের রেহাই দেয়া হয়েছে।

বদলির তালিকা থেকে আরো দেখা যায়, একই স্কুলের ১০ জন শিক্ষিকাকেও বদলি করে পাঠানো হয়েছে অন্য স্কুলে। এতজন অতিরিক্ত শিক্ষক এক স্কুলে কিভাবেই ছিলেন, কিভাবেই বা এত শিক্ষক ছাড়া একটি স্কুল পরিচালিত হয়েছে।

যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বদলি করা হয়েছে তারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকা তৈরির সঙ্গে জড়িত। নির্বাচন কমিশনের নিয়মানুযায়ী এই ভোটার তালিকা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বদলি করা যায় না। অথচ ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হবার আগেই তাদের রহস্যজনকভাবে বদলি করা হয়েছে।

একজন প্রধান শিক্ষিকা জানান, বছরের মাঝামাঝি এ সময়ে এই গণবদলি স্কুলগুলোকে বিপাকে ফেলবে। কারণ যে শিক্ষিকা বছরের গোড়া থেকে পাঠ দিচ্ছিলেন সেখানে নয়া শিক্ষক এসে বুঝে উঠতেই বার্ষিক পরীক্ষা এসে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষার্থীরাই।

অধিদপ্তরের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এই গণবদলি করা হয়েছে সরকারিদল, মন্ত্রী ও সরকারিদলের সংসদ সদস্যদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্যই।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য নয়া প্যানেল হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রণালয়, সরকারিদল বা অধিদপ্তরের নানা পর্যায়ের আশীর্বাদপুষ্ট। তাদের সুবিধাজনক স্থানে পোস্টিং দেয়ার জন্যই এই পদগুলো খালি করা হচ্ছে। ভুক্তভোগী শিক্ষকরা জানান, নয়া পদে নিয়োগের জন্য অথবা বদলি স্থগিত করতে 'লেনদেন'-এর ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যই করতেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অদ্ভুত নিয়ম হচ্ছেঃ চাকরির মেয়াদ যাই হোক না কেন বদলি হয়ে একজন শিক্ষক নয়া স্কুলে গেলে তাকে জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়। বদলি, অতিরিক্ত ক্লাস এ ধরনের সব ভোগান্তি পোহাতে হয় তাদেরকেই। এক্ষেত্রেও শিকার হয়েছেন তারাই।